



## 205153 - উমরার নয়িতে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশে করছে

### প্রশ্ন

কয়কে বছর আগে আমি ও আমার স্ত্রী উমরা আদায় করছি। আমরা অন্য এক ফ্যামলিরি গাড়াতে চড়ে রয়াদ থেকে সফর করছি। সবে বন্ধু আমাদেরকে বলছেন যে, আমরা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশে করতে পারি এবং মক্কায় রাত্রি যাপন করতে পারি। এরপর সখোন থেকে আমরা ইহরাম বঁধে নবি। এটা যে, সঙ্গত নয় সটো জানা না থাকার কারণে আমরা সটোই করছি। সবে উমরাটা ফরজ উমরা ছলি না। এরপর আমরা বহুবর মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে উমরা করছি। ঐ উমরার ক্ষত্রে আমাদরে উপর কোনে দায়তিব আছে কি? যদি আমাদরে উপর পশু যবহে করা ফরজ হয়; তাহলে এমন কোনে প্রতষ্টিঠান আছে কি যারা আমাদরে পক্ষ থেকে পশুটা যবহে করবে; যহেতেু আমি রয়াদে চাকুরী করি।

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নঃসন্দহে আপনাদরে সবে বন্ধু ভুল করছেন; যনি আপনাদরেকে বলছেন যে, ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রিম করা জায়যে। আরকে ভুল করছেন: তনি আপনাদরেকে মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধতে বলছেন। কারণ মক্কাবাসী ও মক্কাতে অবস্থানকারীকে উমরা পালন করতে হলে হারাম এলাকার বাইরে গয়ি ইহরাম বঁধে আসতে হবে।

যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ কথিবা উমরা আদায় করতে আসবনে শরয়িত তাদরে জন্য মীকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান নরিধারণ করে দয়িছেন। যদি ব্যক্তি ঠকি সইে স্থান দয়িইে অতক্রিম করে তাহলে তনি সবে স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবনে। আর যদি ঠকি সবে স্থান দয়িে সফর না করনে তাহলে সবে স্থানরে সমান্তরাল স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবনে।

আর যারা এ মীকাতগুলোর ভতেরে মক্কার দকিে অবস্থান করনে তারা তাদরে অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবনে। অনুরূপভাবে কেউ যদি জেদেদাতে আসে কথিবা মীকাতরে ভতেরে অন্য কোনে জায়গায় আসে; পরবর্তীতে তার উমরা করার ইচ্ছা জাগে তখন সবে তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বরণতি তনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নরিধারণ করে দয়িছেন। মদনিার অধবিসীদরে জন্য- যুল হুলাইফা; সরিয়ীর অধবিসীদরে জন্য- জুহফা; নজদ এর অধবিসীদরে জন্য- ক্বারনুল মানাযলি; ইয়মেনেরে অধবিসীদরে জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদরে জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে; কথিবা এ স্থানগুলো যাদরে পথে পড়ে; সবে সব ব্যক্তিদেরে জন্য যারা হজ্জ ও উমরা আদায়রে নয়িতে বরেয়িছেন। আর যে ব্যক্তি এ



মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করে সে তার পরিবার থেকে ইহরাম বাঁধবে।[সহিহ বুখারি (১৪৫৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৮১)]

আপনার বন্ধুর উপর তওবা করা ও ইস্তিগফার করা অপরিহার্য; যহেতু তিনি নিজের মতক শরিয়তের বিধান বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আর জমহুর আলমেরে মতামত অনুযায়ী আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে- মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি ছাগল জবাই করে এর গোশত মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া। কারণ যদি এটিকরার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার শুধু তওবা করলে চলবে।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

যে ব্যক্তি উমরা করার নিয়ত করেছে; তার কর্তব্য হচ্ছে- মীকাত অতক্রিমকালে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রিম করা জায়যে নয়। যহেতু আপনারা মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধেননি তাই আপনাদের প্রত্যেকের উপর দম (পশু জবাই করা) ওয়াজবি। যে ছাগল দিয়ে কেরবান করা জায়যে এমন একটি ছাগল মক্কাতে জবাই করে এর গোশত মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে; আপনারা এ গোশত খেতে পারবেন না। পক্ষান্তরে ইহরামের কাপড় পরার পর দুই রাকাত নামায না পড়ায় কোন কিছু আবশ্যিক হবে না।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/১৭৬,১৭৭)]

যে ব্যক্তি হজ্জ কথ্বা উমরা কোন একটি ওয়াজবি আমল ছেড়ে দিয়েছে এ মাসয়ালার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি কোন ওয়াজবি আমল ছেড়ে দিয়েছে আমরা তাকে বলব: আপনি একটি ফদিয়া (পশু) জবাই করে এর গোশত নজিহে মক্কার দরদিরদের মাঝে বিতরণ করুন। কথ্বা নরিভরযোগ্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করুন। আর যদি আপনি অসামর্থ্য হন তাহলে তওবা করলে চলবে। এ মাসয়ালায় এটাই আমাদের অভিমত।[আল-শারহুল মুমতী (৭/৪৪১) থেকে সমাপ্ত]

মক্কাতে আপনাদের পক্ষ থেকে পশু জবাই করার জন্য আপনারা নরিভরযোগ্য এজনেসগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।